সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি সামগ্রিক শাসনব্যবস্থায় নৈরাজ্য তৈরি করছে ॥ প্রতিবছর ১.৮ বিলিয়ন ডলার পুঁজি পাচারের পথ প্রশস্ত করছে, যা আমাদের প্রতিবছর প্রাপ্ত ১.২ বৈদেশিক ঋণের চেয়ে বেশি

মানবাধিকারকে সম্মান করুন
হিংসাত্মক বক্তব্য ও বিবৃতি পরিহার করুন
রাজনীতিকদের অবশ্যই আলোচনায় বসতে হবে

প্রিয় রাজনীতিবিদগণ, জনগণ কী বলে তার দিকে তাকান।
বিগত সময়ে বিশেষ করে বিগত কয়েক মাসের প্রবল সংঘাতপূর্ণ রাজনীতিতে বাংলাদেশের ধনী গরিব নির্বিশেষে পুরো সমাজ আতঙ্কিত। ইতিমধ্যে যা হয়েছে, তা অনেক। এখন অনুগ্রহ করে সাধারণ মানুষের দিকে তাকান, তাদের সাথে কথা বলুন। মানুষকে তাদের জীবন সংগ্রামের মাঝে যার যার সাধ্যমতো বাঁচতে দিন, এগিয়ে যেতে দিন। এতো সংঘাতের পরও শুধুমাত্র বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অপরিসীম অভিযোজন ক্ষমতা, মানবিক সহমর্মিতাই দেশটিকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

আমরা জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সাধারণ নাগরিকদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাই। যে যেখান থেকে, যেভাবে পারেন, সাধারণ ভাষায় এই স্লোগানগুলোর মাধ্যমে নিজেদের প্রতিবাদ ও অভিমত তুলে ধরার জন্য আমরা সচেতন নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ জানাই।

১। সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির ফলে সৃষ্টি হচ্ছে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও জবাবদিহিতাবিহীন বুর্জোয়া গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যার ফলে সাধারণ গরিব মানুষ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিকরা দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে।

২। রাজনীতিবিদদের নিজেদের "খেলার নিয়ম" নিজেদেরকেই তৈরি করতে হবে ও নিজেরাই তা মেনে চলার নজির স্থাপন করতে হবে। দেশ ও দেশের দরিদ্র মানুষকে রক্ষা করতে বাইরে থেকে কেউ এগিয়ে আসবে না, আসা উচিতও হবে না। রাজনীতিতে আমাদের নিজেদের পক্ষ ঠিক করতে হবে।

৩। হরতাল কি গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের পথ? এটা কি সাধারণ নাগরিকের জীবন ও জীবিকার অধিকারকে সম্মান দেখায়? অনুগ্রহ করে চিন্তা করুন, পুনর্বিবেচনা করুন।

৪। হিংসা ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা হেইট স্পিচ মানুষের মধ্যে ঐক্যের বদলে বৈরিতা তৈরি করে। আমরা সকল বৈচিত্রকে অক্ষুণ্ন রেখেই জাতীয় ঐক্য চাই। আমরা আর হিংসা আর বিষোদগারের বক্তব্য শুনতে চাই না।

৫। আমরা কোনভাবেই সরকারী বা ব্যক্তিগত সম্পদের ক্ষতিসাধন সমর্থন করি না। এটা কোনভাবেই নাগরিকের দায়িত্বশীল আচরণের মধ্যে পড়ে না। আমাদের রাজনীতিবিদদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, জনগণের সামনে দায়িত্বশীল নাগরিক হবার নজির স্থাপন করা। তাদের দেখে সাধারণ মানুষ শিখবে।

৬। প্রত্যেকেরই নিজস্ব জীবন ধারা নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। আমরা কোনও মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার মতো ফ্যাসিবাদ বা উগ্র মৌলবাদ কোনটাই সমর্থন করি না।

৭। রাজনীতিবিদগণ হচ্ছেন একটি প্রজাতন্ত্রের ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্মানীয় একটা অংশ। সুতরাং আমরা অবশ্যই আশা করি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের দলীয় কর্মীদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মানবাধিকার সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং তা চর্চা করতে উৎসাহিত করবেন।

৮। আমাদের রাজনীতিবিদরাই আমাদের সমাজ ও ইতিহাসের রূপকার। আমরা আশা করি, এবারও তারা ভবিষ্যত প্রজন্মের সামনে নজির স্থাপন করে বর্তমান সংকট কাটিয়ে ওঠার পথনির্দেশনা দিবেন।

৯। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকেই বর্তমান অস্থির অবস্থা কাটিয়ে উঠতে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে আস্থা তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখতে হবে, এবং এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা আবারও সাধারণ নাগরিকবৃন্দের প্রতি বীনিত আহ্বান জানাই, যার যার সাধ্যমতো, একক বা যৌথভাবে এগিয়ে এসে উপরোক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে প্রতিবাদ করতে এবং জনগণের অভিমত তুলে ধরুন।

আয়োজক সংগঠনসমূহ:
অর্পন, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অ্যাসিস্ট, ইউনাইটেড পিপলস ট্রাস্ট, ইক্যুইটিবিডি, উদয়ন বাংলাদেশ, এমএফটিডি, এনসিসিবি, এসডিও, এসো, কৃষাণী সভা, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ, জাতীয় শ্রমিক জোট, নেচার ক্যাম্পেইন বাংলাদেশ, প্রাণ, প্রান্তজন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাপা, ভয়েস, মানুষ মানুষের জন্য, সিরাজগঞ্জ ফ্লাড ফোরাম, সুরক্ষা ও অগ্রগতি ফাউন্ডেশন, হিউম্যানিটি ওয়াচ

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন: +৮৮-০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩,
ইমেইল: info@equitybd.org I‡qe: www.equitybd.org